কৃষি সুপারিশ

১৮-২০ ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ (৩১শে ভাদ্র -২ রা আশ্বিন, ১৪৩০)

আমন ধান

প্রথম চাপান সার দেওয়া না হয়ে থাকলে পাশ কাঠি ছাড়ার সময় অর্থাৎ চারা রোয়ার ২১ -২৫ দিন পর চাপান সার প্রয়োগ করুন। এই জন্য হেক্টর প্রতি দেশী জাত-এ ২৫ কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করুন। স্বল্পমেয়াদী জাতে ৩০ কেজি, মধ্যমেয়াদী জাতে ৩৫ কেজি ও দীর্ঘমেয়াদী জাতে (১ ফুট পর্যন্ত জল দাঁড়ায় এমন জমিতে) ৪০ কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে মাটি ঘেঁটে দিন। দীর্ঘমেয়াদী জাতে যেখানে ১.৫-৩.০ ফুট বা তার বেশী জল দাঁড়ায় এমন জমিতে হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করুন। এছাড়া সম্ভব হলে এই সময় জল বের করে চাপান সার প্রয়োগ করে মাটি ঘেঁটে দেওয়ার ২ দিন পর আবার জল ঢোকান। আগে জমি তৈরীর সময় অনুখাদ্য দেওয়া না হলে প্রথম চাপান সার দেওয়ার সময় প্রতি লিটার জলে জিঙ্ক সালফেট ৫ গ্রাম + ২৫ গ্রাম চুন অথবা ০.৫ গ্রাম চিলেটেড জিঙ্ক গুলে পাতায় স্প্রে করুন।

রোপনের ৬ - ৭ সপ্তাহ পর থোর আসার সময় দ্বিতীয় চাপান দিন। এই জন্য স্বল্পমেয়াদী জাতে ১৫ কেজি, মধ্যমেয়াদী জাতে ১৭.৫ কেজি ও দীর্ঘমেয়াদী জাতে (১ ফুট পর্যন্ত জল দাঁড়ায় এমন জমিতে) ২০ কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করে মাটি ঘেঁটে দিন। দেশী জাত এবং দীর্ঘমেয়াদী জাতে যেখানে ১৫-৩.০ ফুট বা তার বেশী জল দাঁড়ায় এমন জমিতে হেক্টর প্রতি ১২.৫ কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করুন।
এই সময় সপ্তাহে অন্তত দুদিন মাঠে নেমে কোনাকুনি হেঁটে রোগ-পোকার প্রার্দুভাব পর্যবেক্ষণ করুন, বন্ধুপোকা ও শত্রু পোকার অনুপাত দেখুন এবং আই.পি.এম পদ্ধতিতে শস্য রক্ষার ব্যবস্থা নিন। সবুজ শ্যামাপোকা দমনে আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা করুন।

গেঁদ্ পোকার আক্রমনে রোয়ার ২০ দিনের মধ্যে শতকরা ৫টি পিঁয়াজকলি আকারের পাতা দেখতে পেলে হেক্টর প্রতি ফোরেট ১০জি ১০ কেজি অথবা কার্বফিউরান ৩জি ৩০ কেজি পরিমান দানা ঔষধ জমিতে ছিপছিপে জল থাকা অবস্থায় মাটিতে প্রয়োগ করুন এবং ৭ দিন পর্যন্ত ১-২ ইঞ্চি পরিমান জল ধরে রাখুন।

ঝলসা রোগের আক্রমনে পাতার উপর হালকা থেকে গাঢ় বাদামী রঙের মাকু মতো দাগ দেখা দিলে ট্রাইসাইক্লাজোল ০.৫ গ্রাম অথব এডিফেনফস ১ মিলি অথবা হেক্সাকোনাজোল ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে বিকালে পাতায় স্প্রে করুন। **খোলা ধ্বসা রোগের** আক্রমনে গাছের গোড়ার দিকে জলের কাছাকাছি অংশে খোলার উপর সবুজাভ ধূসর রঙের দাগ দেখা দেয় ও পরে পচে যায়, ফলে ফলন কমে যায়। প্রতিকারে নাইট্রোজেন ঘটিত সার কম বা দেরীতে দিন। কার্বেন্ডাজিম ৫০% ১ গ্রাম বা প্রোপিকোনাজোল ২৫% ১ মিলি বা হেক্সাকোনাজোল ৫% ১.৫ মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে বিকালের দিকে পাতায় স্প্রে করুন।

খরিফ ভুট্টা উঁচু ও মাঝারি দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটির যে কোনো জমি ভুট্টা চাষের উপযুক্ত। খরিফ ভুট্টার উপযুক্ত জাত - বিবেক-২৭, বিবেক-কিউ.পি.এম-৯, ডিএমএইচ ১১৮, যুবরাজ গোল্ড, শ্রীরাম ৯২২০, বায়ো ৯৬৮১ ইত্যাদি। উপযুক্ত জাতের বীজ সংগ্রহ করে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ক্যাপটান ৭৫% ২.৫ গ্রাম বা ভিটাভ্যাক্স ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। বীজ বোনার জন্য জুনের প্রথম থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ উপযুক্ত সময়। গভীর লাঙ্গল দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরীর সময় একরে ২টন কম্পোষ্ট, ৬কেজি অ্যাজোটোব্যাকটর ও পি.এসবি মেশানো উচিৎ। হাইব্রিড ভুট্টার একরে মূলসার হিসেবে ১৯ কেজি নাইট্রোজেন, ২৮ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা উচিৎ।

ডাল শস্য

অড়হর গাছে শস্য রক্ষার জন্যে প্রয়োজনভিত্তিক ব্যবস্থা নিন। গাছের বয়স ৩ সপ্তাহ হলে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম সোহাগা ও ০.৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট গুলে স্প্রে করুন।

বিলম্বিত বর্ষার কারনে মাঝারী থেকে উঁচু জমিতে যেখানে ধান রোয়া সম্ভব হয় নি সেখানে ভাদই কলাই বোনার কাজ শুরু করুন। ভাদ্র মাসে বোনার উপযুক্ত জাত: বি-৭৬(কালিন্দি), সারদা (ডব্লু.বি.ইউ-১০৮), গৌতম (ডব্লু.বি.ইউ-১০৫),উত্তরা ইত্যাদি।
বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের সাথে থাইরাম অথবা ক্যাপটান ২ গ্রাম হারে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। বিঘা প্রতি ৪ কেজি অথবা হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি বীজ ৩০ সেমি X ১৫ সেমি দূরত্বে বপন করুন ও বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার বীজের সাথে মাখিয়ে নিন। মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার এবং ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি ফসফেট, ৪০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর
পক্ষে -

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ